সংবাদ

তারিখ 23 JUL 2017
পৃ ৭

রাবির বাস ট্রিপ ৮টি থেকে ৫টি! ভোগান্তি

সুব্রত দাস, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়সূচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস চলাচলের সংখ্যাও কমিয়ে দেয়া হয়েছে। পূর্বে যেখানে ৮ ট্রিপে বাস চলাচল করতো সেখানে এখন ৫ ট্রিপে বাস চলাচল করছে। এতে করে অল্প ট্রিপে হুড়োহুড়ি করে যাতায়াত করতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। বাড়ছে দুর্ঘটনা। দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের। মঙ্গলবারের ঘটনা। ঘড়ির কাটায় বিকেল পাঁচটা। ক্লাস শেষে সাহেববাজারে মেসে ফেরার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসস্ট্যান্ডে আসে সুমন হোসেন। বাসে জায়গা না থাকলেও বাসের গেটে ভিড়ের মধ্যে একটু দাঁড়ানোর জায়গা করে নেয় সে। তার মতো বাসের গেটে দাঁড়িয়ে ঝুলতে থাকে ১০ থেকে ১২ জন শিক্ষার্থী। ওভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় বাস চলতে শুরু করলে সুবর্ণজয়ন্তী টাওয়ারের পাশে গিয়ে বাস থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে সুমন। বাসের গতি খুব জোরে না থাকায় পেছনের বাসের চাকায় পিষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায় সে। তবে তার হাত-পা কেটে রক্তাক্ত হয়। প্রায়ই এমন ছোটখাট দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে যাতায়াত করা শিক্ষার্থীদের। বাসের তুলনায় শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হওয়ায় অনেক গাদাগাদি করে শিক্ষার্থীদের চলাচল করতে হয়। প্রতিবছর শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়লেও অপরিবর্তিত থাকছে বাসের সংখ্যা। ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, সাহেববাজারের দো'তলা ট্রিপের বাসটিতে জায়গা না পেয়ে সুমনসহ অনেক শিক্ষার্থীই দরজার কাছে ঝুলছিল। বাসটি সুবর্ণজয়ন্তী টাওয়ারের পাশে পৌঁছালে ভিড়ের মধ্যে সুমন ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায়। পেছনের বাসের চালক সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক করায় চাকায় পিষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পান তিনি। বাসগুলো ধীরগতিতে থাকায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এগুলো দেখে না বলে অভিযোগ করেন তারা। তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের তুলনায় বাস কম থাকায় খুব গাদাগাদি করে আমাদের চলাচল করতে হয়। বিশেষ করে বাজারের ওই দো'তলা বাসটিতে বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলাচল করতে হয়। তার ওপর পূর্বে যেখানে দুপুর ১২টা, ১টা ও ২টায় অর্থাৎ তিন বারে শিক্ষার্থীরা বাড়ি বা মেসে ফিরতো, সেখানে এখন দুপুরে একটা ও বিকেল ৫টায় ফিরতে হচ্ছে। বাসের ট্রিপ কমে যাওয়ার কারণে পাঁচটার বাসে ভিড় বহুগুণে বেড়ে গেছে। অবিলম্বে বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ চলাচলের সুযোগ করে দেয়ার দাবি জানান তারা।

এদিকে, ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের বাসগুলোতেও রীতিমতো যুদ্ধ বেঁধে যায় আসনে বসা নিয়ে। দেখা যায় বাস ছাড়ার আধাঘন্টা আগে থেকেই আসনে বসে থাকেন ছাত্রীরা। এমনকি ব্যাগ, ভিজিটিং কার্ড রেখে আসন দখলের প্রতিযোগিতা চলে তাদের। তারপরও অনেকে জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে চলাচল করে। এখন বাসের ট্রিপ কমে যাওয়ায় বিকেলের বাসেও ভিড় বেড়ে গেছে। এমনই অভিজ্ঞতার কথা বলেন মৌমিতা চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন দফতর জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩৮টি বাসের মধ্যে ৫টি অকেজো হয়ে আছে। ক্যাম্পাস থেকে বিভিন্ন রুটে এখন ২৭টি বাস চলাচল করছে। বাকিগুলো বেশ পুরনো হওয়ার কারণে চলাচলের উপযোগী নয়। বাসের ট্রিপ কমানোর বিষয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিক জোটের সভাপতি আব্দুল মজিদ অন্তর। তিনি বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী বাইরে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করেই তারা চলাচল করে আসছে।